আজকের কাগজ

104

তারিখ 06 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার চাই

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড সবাই মুখে স্বীকার করলেও অন্তত কাজে প্রমাণ
মেলে না। সরকারী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আপাতবাদ দিলে
বেসরকারী, আধাসরকারী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সে শিক্ষকদের
সার্বিক অবস্থা কিভাবে বর্ণনা করা যায়? এদিকে সরকার শিক্ষা খাতে ব্যয়
বরাদ্দের কথা বলছেন, পৌর এলাকা ভিন্ন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা
অবৈতনিকসহ মেয়েদের জন্যে বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে, পড়ালেখার
বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। লোক ভুলানো সহজ পদ্ধতি একেই
বলে। মূল সমস্যা এখানে নয়। উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষা গ্রহণ-দান
উন্নতকরণ, শিক্ষা উপকরণের মূল্য হ্রাস শিক্ষা থেকে দুর্নীতি দূরীকরণ,
শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দূরীকরণ, সেশনজট দূরীকরণ, শিক্ষালাভ শেষে চাকুরির
নিশ্চয়তা দান বেকার সমস্যা দূরীকরণ শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের সমস্যা
সমাধান, শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি মূল সমস্যাগুলো দূর না করে
খাদ্য-অর্থ বিলি করে মাথাবিহীন মোটাসোটাদেহ সর্বস্ব মূর্খ জাতি ছাড়া
কিছুই আশা করা যায় না। অনেকেই ইতিমধ্যে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে,

তাদের এ বেআইনী অপতৎপরতার শিকার হচ্ছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী
অভিভাবক। প্রাইভেট টিউশনী প্রবণতা গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জোঁকের ন্যায়
চুষে খাচ্ছে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষকরা বাড়তি আয় স্বরূপ প্রাইভেট
টিউশনীর প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। প্রাইভেট টিউশনী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে শিক্ষকদের
স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো আহারের নিশ্চয়তা দান করতে হবে।
এদিকে বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন ভাতা যাই দেয়া হয় তাও সঠিক
সময়ে দেয়া হয় না। সরকারি স্কুলের বেতন সঠিক সময় দেয়া গেলে
বেসরকারি স্কুলের বেতন সঠিক সময়ে না দেয়ার কারণটা কি? তাছাড়া
বাড়িভাড়া বাবদ ১০০ টাকা এবং ওষুধের জন্যে ১০০ টাকা দেয়ার মতো
সহানুভূতি পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে বলে জানা নেই। আজকাল ফুটপাতে
থাকলেও ১০০ টাকায় হবে কি? উপরন্তু শিক্ষকদের হুমকি দেয়া হয় এতো
পার্সেন্ট পাস না করলে উপরিওয়ালার নির্দেশে অনুদান বন্ধ করে দেয়া হবে
ইত্যাদি। সুতরাং এভাবে শিক্ষাহার বাড়ানো সম্ভব নয়; এর পরিবর্তন অতি
জরুরি।

রতন চন্দ্র দেবনাথ
গ্রাম+ডাক- রায়পুর
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।